পশ্চিমবঙ্গ জন পরিষেবা অধিকার আইন, ২০১৩-এর উল্লেখযোগ্য অংশ

- রাজ্য সরকারের সমস্ত দপ্তর, স্থানীয় স্ব-শাসিত সংস্থা যেমন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত, পৌরসভা, পৌর নিগম এবং রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন, রাজ্য সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, রাজ্য সরকারের আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থা এবং রাজ্য সরকারের দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত অসরকারী সংস্থার ক্ষেত্রে এই আইনটি প্রযোজ্য।
- রাজ্য সরকারী দপ্তর বা উপরোক্ত সংস্থাসমূহের কাছ থেকে নাগরিক যে যে পরিষেবা পাবেন এবং ঐগুলি কোন সময়সীমার মধ্যে পাবেন তা প্রজ্ঞাপিত করা হবে।
- প্রজ্ঞাপিত পরিষেবাগুলো দেবার জন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক থাকবেন ।তাঁর কাছে নাগরিককে আবেদন করতে হবে।দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ঐ পরিষেবা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আবেদনকারীকে দেবেন।
- নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পরিষেবাটি না পেলে নাগরিক আপীল আধিকারিক কাছে আবেদন জানাতে পারবেন। আপীল আধিকারিক বিষয়টি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় আদেশ দেবেন।
- আপীল আধিকারিকের আদেশে সন্তুষ্ট না হলে বা সময়মতো পরিষেবাটি না পেলে নাগরিক পুনর্বিবেচনা আধিকারিকের কাছে আবার আবেদন করতে পারবেন।
- পুনর্বিবেচনা আধিকারিক যদি দেখেন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক যথেষ্ট এবং যুক্তিসংঙ্গত কারণ ছাড়াই পরিষেবাটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিতে পারেন নি, তবে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের উপর জরিমানা ধার্য করতে পারবেন। জরিমানার পরিমাণ ২৫০ টাকার কম বা মোট ১০০০ টাকার বেশি হবে না ।
- যদি পুনর্বিবেচনাকারী আধিকারিক দেখেন যে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের পরিষেবা প্রদানে দেরী করেছেন, তবে তিনি তাঁর উপর জরিমানা ধার্য করতে পারেন। জরিমানার পরিমাণ দিন প্রতি ২৫০ টাকার কম বা মোট ১০০০ টাকার বেশি হবে না।
- পুনর্বিবেচনাকারী আধিকারিক যদি দেখেন আপীল আধিকারিক যথেষ্ট এবং যুক্তিসংঙ্গত কারণ ছাড়াই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিষেবাটি দিতে পারেন নি, তবে তিনি আপীল আধিকারিকের উপর জরিমানা ধার্য করতে পারেন। জরিমানার পরিমাণ ২৫০ টাকার কম বা মোট ১০০০ টাকার বেশি হবে না ।
- জরিমানা ধার্য করার আগে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক বা আপীল আধিকারিক তাঁদের নিজ নিজ বক্তব্য জানানোর সুযোগ পাবেন।
- পুনর্বিবেচনাকারী আধিকারিক যদি দেখেন যে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক বা আপীল আধিকারিক যথেষ্টএবং যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই কাজটি করেন নি, তবে তিনি চাকুরীর বিধি অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তির সুপারিশ করতে পারেন।
- যে সমস্ত সরকারী কর্মীর বিরুদ্ধে একটি অর্থবর্ষে এই সম্পর্কিত কোন গাফিলতি পাওয়া যাবে না, যথাযথ আধিকারিক তাঁর জন্য অনধিক ১০০০ টাকা পুরস্কারের সুপারিশ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা স্বশাসিত সংস্থা ঐ সুপারিশ অনুযায়ী অর্থ ঐ কর্মীকে দিতে পারবে। ঐ অর্থের সঙ্গে প্রশংসাপত্রপ্রদান করা হবে, যা তাঁর কৃত্যক বইয়ে নথিভুক্ত করা হবে। রাজ্য সরকার আদেশ জারি করেএই পুরস্কার প্রদানের নিয়মকানুন ঠিক করবেন।